# বিদ্যাসাগর বিশ্ব বিদ্যালয়

বিদ্যাসাগর বিশ্ব বিদ্যালয়

হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়

বিষয় :- বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট-গল্পে প্রকৃতি চেতনা

বিভাগ :- বাংলা সাম্মানিক

নাম :- মাধবী দাস

শ্রেণী :- তৃতীয় বর্ষ (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

পেপার :- SEC-4

রেজিঃ নং :- ১১৬০২৮৮ of 2020-2021

ক্রমিক সংখ্যা :- HGC/BAGEN/20/164

শিক্ষাবর্ষ :- ২০২২ - ২০২৩

Head
Department of Bengali
Haldia Govt. College

# Department of Bengali

# Haldia Government College

## Debhog, Haldia, Purba Medinipur

Ref. No: BNGG/P/2022-2023/06 Date:

## Project Completion Certificate

This is to certify that .........................**Madhabi Das**...............................

with University Registration no...**1160288** of **2020-2021**(session) a student of Semester-**VI** has successfully completed the project work entitled ...**Bibhutibhushan Bandhopadhyayer Chotogalpe Prakiti Chetana**.....for partial fulfillment of B.A.(G) degree in the academic year 2022-2023.

It has been noticed that during the course, the candidate was regular and has a keen interest to the project work.

I wish her every success in life.

24-07-23

Project Supervisor

Assistant Professor
West Bengal Education Service
Department of Bengali
Haldia Government College

24.07.2023

Head
Department of Bengali
Haldia Govt. College
West Bengal Education Service

Head, Department of Bengali

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পৃথিবীকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করার ~~অতি~~ অভিপ্রায়ে আমি ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক বিভাগের সাহিত্যের SEC পেপারের জন্য "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্পে প্রকৃতি চেতনা" প্রকল্পটি নির্বাচন করি। এই প্রকল্পটির নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগের সম্মানীয় অধ্যাপক/অধ্যাপিকা অমিত পাত্র সহ বিভাগীয় প্রধান এবং সমস্ত অধ্যাপিকা/অধ্যাপকগণ আমাকে বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করেছেন উনাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

এছাড়া আমার সহপাঠীগণ আমাকে এই প্রকল্পের বিষয়ে বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করেছে। ওদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে বলা যায় যে আমার এই প্রকল্পমূলক কাজটি যদি বাস্তব অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য হলেও কাজে আসে। তবে এই অল্পমাত্র পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করে আনন্দিত হব।

সাথী দাস

শিক্ষার্থী স্বাক্ষর

# সূচিপত্র ঃ


১. বিষয় — Page no-1

২. ভূমিকা — Page no-2

৩. বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ও কর্মজীবন — Page no-3

৪. ছোট গল্পের প্রকৃতি চেতনা — Page no-4-8

৫. বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প — Page no-9-10

৬. 'মেঘমল্লার' ছোটগল্পের প্রকৃতি চেতনা — Page no-11

৭. 'মৌরিফুল' ছোট গল্পের প্রকৃতি চেতনা — Page no-12

৮. 'কিন্নর দল' ছোট গল্পের প্রকৃতি চেতনা — Page no-13

৯. 'জন্ম ও মৃত্যু' ছোট গল্পের প্রকৃতি চেতনা — Page-no-14

১০. উপসংহার — Page no-15

১১. সহায়ক গ্রন্থ — Page no-16

## বিষয় :

"বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্পে প্রকৃতি চেতনা"

## ভূমিকা :—

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি। কিন্তু তার আসন্ন প্রভাব অনুমান করে ভারত তথা বাংলাদেশের সমাজ ও সাহিত্য পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে দেখা গেছে একটা অস্থির অবস্থা। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র কল্লোল গোষ্ঠী, মানিক-তারাশঙ্করের দহন দীপ্তিতে বাংলা কথাসাহিত্যের জগৎ তখন উত্তেজিত, উত্তপ্ত। সেরাজ্য আর ক্ষুদ্র অভিমুক্তার তখন সারস্বত ভূমি বিপন্ন, কোলাহল মুখর। ধরে নেওয়া হয়েছে পল্লীবাংলার বিস্ময়ের বিষয় নিঃশেষিত। শহর জীবন আর সুতীক্ষ্ণ সমাজ-সমস্যা জর্জর প্রশ্ন - যার গুলির একের পর এক নিক্ষেপে লেখককুল ক্লান্ত আত্মাহত। আর ঠিক এই সময় প্রায় রূপকথা সুলভ পথের পাঁচালী'র ঝাঁপি নিয়ে দেখা দিলেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যা পড়ে "আমরা জ্বালা ভুলে গেলাম, অভিযোগ ভুলে গেলাম, তিক্ততা ভুলে গেলাম। মনে হল 'এখনো অনেক রয়েছে বাকী, মানুষের জীবনে মহান নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতির হাতিয়ান।' সব পেয়েছি-র দেশ আছে, যেখানে দারিদ্র্য, দুঃখ, বেদনা, শোক সবই আছে, কিন্তু তাদের সমস্ত কিছুকে এমন একটি মহীয়ান প্রশান্তি বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে যে তার আশ্রয়ে এখানে নিশ্চিন্তে নিমগ্ন হয়ে থাকা যেতে পারে।"

## বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ও কর্মজীবন :—

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর। বাবা মহানন্দ, মা মৃণালিনী দেবী। লেখকের জন্ম মাতুলালয়ে, নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়ার কাছে ঘোষপাড়া মুরাতিপুর গ্রামে। পৈত্রিক বাসস্থান ছিল চব্বিশপরগনা জেলার বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত ব্যারাকপুর গ্রামে। এই ব্যারাকপুরে ছিল 'চালকি ব্যারাকপুর' নামেও পরিচিত। বনগাঁ থেকে এর দূরত্ব ছিল পাঁচ-ছয় কিলোমিটার। চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার পানিতর গ্রামে ছিল তার পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস। মহানন্দ ব্যারাকপুর এবং তার আশেপাশের অঞ্চলগুলির মধ্যে ছিলেন একজন নামজাদা ও সংস্কৃত পন্ডিত, কথক এবং কবিতা ও নাটক রচয়িতা রূপে সুপরিচিত। বিভূতিভূষণ এই পৈত্রিক-সূত্রেই কথকতা, সাহিত্যচর্চা এবং দেশ ভ্রমণের নেশা অর্জন করেছিলেন। বিভূতিভূষণ ছিলেন মহানন্দের ও দ্বিতীয় স্ত্রী মৃণালিনীর পাঁচ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তাঁর অপর ভাই-বোনেরা হলেন ইন্দুভূষণের শিক্ষার সূচনা প্রথমে কলকাতায় আপার প্রাইমারী পাঠশালায়। তারপর বনগ্রাম হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে তিনি ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে ভর্তি হন। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রিপন কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিভাগে আই. এ. এবং ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে ডিস্টিংশান নিয়ে বি. এ পাশ করেন।

## ছোট গল্পের প্রকৃতি চেতনা

বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় আস্তিক, গ্রামীন এবং মানব বিশ্বে বিশ্বাসী সাহিত্য জীবনের রূপকার। পল্লীগ্রামের সাধারন জীবনের সাধারন মানুষ নিয়ে তাঁর কারবার, এরা পরিচিত অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় ও চরিত্র প্রকৃতি - সম্পর্কে বিভূতিভূষনের গল্পের এক অসামান্যতা পেয়েছে। এখানেই তিনি আধুনিক। সাধারনের অনুরাগে তিনি দেখেছেন সৌম্য, শান্ত পরিপূর্ন জীবন। কল্লোল পূর্ব প্রথম যুদ্ধোত্তর সংস্কার অস্থিরতা ও 'নেতিবাদী' তির্যক জীবন দৃষ্টি আশ্রিত কথা সাহিত্য থেকে বাঙালী হৃদয়ের যে নিগূঢ় মুক্তি পিপাসা তা কতখানি চরিতার্থ হয়েছে একদিকে যেমন তারাশঙ্করের, অন্য দিকে তেমনি বিভূতিভূষন সেই পিপাসার যে ~~প্র~~ পানীয় পরিবেশন করেছেন তা আরো স্বচ্ছ। আরও বিস্ময়, বিভূতিভূষনের (১৮৯৪-১৯৫০) সাহিত্য অভিজ্ঞতাসংশ্লিষ্ট পরিবেশ ও কাহিনী পরিকল্পনা একান্ত পরিচিত। অতি সাধারন ও নিরলংকার, নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে বিভূতিভূষন বাংলা কথা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর মৌলিক শিল্পী ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে। 'উপেক্ষিতা'-র স্নেহময়ী বৌ-দিদি থেকে শুরু করে 'মৌরিফুল' — এর সুশীলা, 'পথের পাঁচালী'র সর্বজয়া 'অপরাজিত'-র লীলা, পটেশ্বরী, দৃষ্টি প্রদীপ-এর সীতা - হিরন্ময়ী মালতী সকলেই শরৎচন্দ্রের ভালোবাসারী এদের সৃষ্টির পরিবেশ। বিভূতিভূষনের কথা-সাহিত্যে পরিপূর্ন, সৌম্য শান্ত জীবন চেতনাই ভাষ্যকার। প্রকৃতির সংস্পর্শেই এই কর্মব্যস্ত অশান্ত জীবন শান্ত রহস্যের গহন-সত্যের জীবনের অপরূপ মহিমা ও তাৎপর্য লাভ করেছে।

বিভূতিভূষনের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' ১৯২২ - এর জানুয়ারী-তে 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রকাশ পেল। প্রথম গল্পেই নিজস্ব রীতি

প্রতিষ্ঠিত। প্রবৃত্তি ও নিয়তি, মানব জীবনে অন্ধ, ঝড় ও অমোঘ কার্যকারণের লীলা তিনি যেমন দেখেছেন। তেমনি অলৌকিক অতীন্দ্রিয় বিস্ময়ের ক্রিয়া ও দেখেছেন। মানুষের প্রাত্যহিক জীবন তাঁর ছোট গল্পের লক্ষ্য, তার কাছে বাস্তব অর্থই হোল Realism- মাত্র নয়। তার আড়ালে যে জীবনে আছেও তিনি বাস্তব বলেন। মানুষ প্রকৃতি ও ঈশ্বর - তিন মিলে বিভূতিভূষণের সাহিত্য লোক গড়ে উঠেছে। এ বিষয়ে 'স্মৃতির রেখা'য় তার মন্তব্য গুলি হোল। 'মেঘমল্লার', 'মৌরিফুল', 'যাত্রাবদল', 'জন্ম ও মৃত্যু', 'কিন্নরদল' 'বেনীগীর ফুলবাড়ী' 'নবাগত' 'তালনবমী', 'উপলখন্ড' 'বিধু মাস্টার' 'কুশল পাহাড়ী' প্রভৃতি ১৭টি মানুষই তার গল্প লোকের প্রবীণ আকর্ষণ। তিনি বলেছেন "দেশ বেড়িয়ে যদি মানুষ না দেখলাম তবে কি দেখতে বেরিয়েছি?" (অতিযান্ত্রিক) বাস্তবতা বা রোমান্টিক তার নাম করে কোন ভ্রান্ত চরিত্রকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। 'কুশল পাহাড়ী' গল্পটি অসাধারণ মানব- প্রকৃতি ঈশ্বরের ~~ত্রি~~ মিলন ঘটেছে এ গল্পটিতে গল্পের শিল্প কৌশলকে আচ্ছন্ন করে। গল্পরচনায় তাঁর নৈপুণ্য সাহিত্য জীবনের প্রথমেই দেখা গেছে। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মেঘমল্লার' - এর অন্তর্ভুক্ত উপেক্ষিতা - উমারানী জেলা সাড়ি- ভুবীর ~~কালো ক্লান্তি~~ বাবু - এর পরিচয় স্থল। প্রথম পাঠকেরা বলেছেন যে এদের মধ্যে গল্প কোথায়? স্পষ্ট আদি- মধ্য- অন্ত নেই। আছে তৃপ্তি দায়ক পরিপূর্ণতার স্বাদ। (রচনাবলী - ভূমিকা, প্রথম খন্ড) বিভূতিভূষণের গল্প সমগ্র চরিত্র - নিচের কাহিনি - নিচের

অলৌকিক, রোমান্টিক, মন উদ্ভাসন ভিত্তিক, জীবন-ধারা ভিত্তিক মানুষের অন্তর্লোক আবিষ্কারের অভিযানে তিনি সদা উৎসাহী ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে নিপুণ ও নিখুঁত গল্পটি হোল 'মৌরিফুল'। মুখরা চপল সুশীলা বাড়ে লোম দেখালে ক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু সেও কাঙালিনী। অথচ স্বামী শ্বশুর-শাশুড়ির কাছ থেকে দুটো মিষ্টি কথায় প্রত্যাশী হয়েছিলো সে। নৌকাপথে আর একটি বউ-এর সঙ্গে সে 'মৌরীফুল' সব পাতায়। স্বামীর হাত স্নেহের বদলে চাবুক উঠেছিল। সুশীল জ্বরে অচৈতন্য কেউ তাকে দেখালো না। বেগতিক দেখে ডাক্তার এল জবাব দিল। সুশীলার মৃত্যুতে পাড়া জুড়োলো। স্বামী আবার বিয়ে করলো। চঞ্চল সুশীলা কে যে মনে রাখবে? নির্মম নিপুণ অথচ আপাত উদাসীন শিল্পী বিভূতিভূষণ সাহিত্য সৃষ্টি করেন দর্শন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিকের গল্পে মমতাময়ী নারী চরিত্রের প্রাধান্য, শেষ দিকে বাউণ্ডুলে বা ভ্যাগাবণ্ড বা ধর্মের প্রসঙ্গ বিভ্রান্ত প্রাধান্য। ভেন্টুল মামা (যাত্রাবদল) হৈমন্তী (ফকির) কালী চৌধুরী (দেবাংশু), কবি কুণ্ডু মশায় (বিধুমাস্টার) ঝুঁড়ুর চরন (মনভেঙুর), নারিক মণ্ডল (মুখোশ ও মুখশ্রী) এই জাতীয় কিছু বস্তুত কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত চরিত্র। তার সার্থক কাহিনি নিয়ে গল্পগুলির সর্বত্র সেই সাথে প্রমানিত হয়। 'বিপদ' তিরোলের বালা উজ্জ্বল। নির্মম সত্যবাদী ও জীবন সচেতন ছোট গল্পকার বিভূতি ভূষণ যে মানুষকে এঁকেছেন তাঁর মূল্য সারল্য innocence-এ। এর মূল্য দেবার মতো মানুষ সংসারে খুব বেশি নেই। এই সব সার্থক কিশোর-

- কিশোরী নিয়েই তার জগৎ। ঘটনা-ভিত্তিক গল্প রূপে 'কিন্নরদল' এবং 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' উল্লেখযোগ্য। দ্রবময়ী যেন বিভূতিভূষণেরই প্রতিনিধি। লেখকের অপু ভারত পরিক্রমা করে ফিরে এসেছিল নিশ্চিন্দিপুরে। বিভূতিভূষণ ফিরে এসেছিলেন বারাকপুর গ্রামে। আর দ্রবময়ী ফিরে এলেন কাশীবাস ত্যাগ করে গোপীনাথপুরে। কাশীতে বসে স্বপ্নে দেখলেন - তিনটে আমগাছে আম ধরেছে খুব। কাঁঠাল হয়েছে বটে খাজা হাজারী গাছটাতে। কেউ বলছে, ও-ঠাকুমা, একটা নেবু দেবা? না তার কাশীতে থাকা নয়। দ্রবময়ী ফিরে এসে সবাইকে বলেছেন, 'আমার এই বাড়িতেই যেন তোদের কোলে শুয়ে সকলের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে যেতে পারি। কাশী বারাণসীতে দরকার নেই।' বিভূতিভূষণের জীবনে - দৃষ্টির অন্যতম মূলসুর এই ভালোবাসার সুর, মমতার সুর। লেখকের বিশ্বাসের গল্প বিখ্যাত। উপাদান হোল অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস, জনশ্রুতি লোকবিশ্বাস আর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা - অনুযায়ী উপাদান। তার অতিপ্রাকৃত এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ অন্য বিস্ময়ত্ব রয়েছে রোমান্টিক রসের গল্প সৃষ্টিতে, মেঘমল্লার, নাস্তিক, স্বপ্ন-বাসুদেব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি হোল উদাহরণ। চিত্র জাতীয় দিনলিপি বা ভ্রমণ জাতীয় গল্পগুলির হোল - ভিড়, হাট, এমনিই হয় প্রভৃতি।

বিভূতিভূষণ ক্রমশঃ তার ছোট গল্পে বিস্ময়সৃষ্টি রহস্য - চেতনাবাদী জীবন চেতনাকে রূপ দিয়েছেন যা elan vital নিত্যবহমান। তাঁর শিল্প সার্থক গল্পগুলির গভীর প্রকৃতি বোধ ও প্রবল

মানব প্রীতি। কর্মব্যস্ত তাসটীর একঘেয়ে জীবনের অন্তরালে লুকানো স্বপ্ন আনন্দময় আধ্যাত্মিক জীবন, প্রবল নিঃস্বার্থ উৎকণ্ঠাময় জীবন সন্ন্যাসিনীর স্নায়ুপ্রবাহ বিভূতিভূষণের ছোট গল্পের মূল উপাদান, তিনি কেবল মাটি ও মানুষের শিল্পী নন। জ্যোৎস্না ভরা আনন্দলোক ও প্রকৃতি মহিমার উপাসক। আর তাঁর জীবন দৃষ্টি সত্য — মানব সংসারের প্রতি করুণ মাধুরী ভালোবাসার গভীর উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত। তিনি বিরাটকে অনুভব করতে চেয়েছেন। তা হল vastness of space and passing time ...... এই বিপুল রহস্যের অনুধাবনে জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি — বলেছেন সমালোচক মোহিতলাল। (সাহিত্য বিতান)

## বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প :—

বিভূতিভূষণ একাধিক ছোটগল্পের রচয়িতা। তার রচিত গল্পগুলি মধ্যে আছে 'মানব জীবনের "ছোট দুঃখ ছোট ব্যথা"-র কথা যেখানে প্রকৃতির মধ্যে বিচরণশীল মানুষের পরিচয় যেমন আছে, তেমনি মিস্টিক তথা কল্পনা ও সৌন্দর্যের অনুভূতিতে রহস্যময় জগতের সংবাদও আছে, যেমন 'মেঘমল্লার' গল্পে দেখা যায় শাপভ্রষ্টা সুরস্বতীকে উদ্ধারের জন্য তরুণ এক অতীত সঙ্গীত সাধকের আত্ম-বিসর্জনের কাহিনী। বিপরীত ভাবে সাধারণ জীবনের নিত্য পরিচিত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার সামান্য উপকরণেও তাঁর বেশ কিছু গল্প রচিত হয়। যেমন 'মৌরিফুল' গল্পে এক কলহপ্রিয় দুর্না গ্রাম্য বধূ সুশীলার করুণ কাহিনী মূর্ত হয়। 'পুঁইমাচা' গল্পে সরল স্বল্পবুদ্ধি ভোজনলুব্ধা একটি মেয়ে ক্ষেন্তির পুঁইশাক খাওয়ার সামান্য বাসনার স্মৃতি বেদনার কান্নার কালিতে লেখা হয়" সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায় পাতায় শিরায় শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডগাগুলি সুপুষ্ট, নধর প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।" তার 'আহ্বান' গল্পে বুড়ির "ও মোর গোপাল" ডাকে লেখক-পাঠক নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর মানুষকে অসাম্প্রদায়িক স্নেহ সিক্ত করে। 'তুচ্ছ' গল্পে কামারদের ছোট মেয়েটির মাথায় কয়েক ফোঁটা গন্ধ তেল ফেলে দেওয়ার আনন্দ ও চরিতার্থতা লেখক-নায়ক অনুভব করেন এইভাবে "কিন্তু কি আনন্দ আমার স্নান করতে করতে এইভাবে" ~~কিন্তু কি আনন্দ~~ থাকতে সেই নদী জলে। উদার নীল

আবেগময় বিভোর যেন সুস্পষ্ট ঐক্যময় বাণী। অন্তরে ও বাইরের রেখায় মিল। "চমৎকার দিনটা সুন্দর দিনটা।" এই অনবদ্য সৃষ্টিতেই বিভূতিভূষণের ছোটগল্প পাঠককে আবিষ্ট করে। আর এই কারণেই প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণ বাংলা কথা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়েছেন।

## 'মেঘমল্লার' ছোট গল্পে প্রকৃতি চেতনা :—

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ছোট গল্প 'মেঘমল্লার', এই গল্পটি বাংলা সাহিত্যের একটি বিস্ময়কর গল্প, সংকলন গ্রন্থও বটে। ১৯৩১ সালে বিভূতিভূষণের এই প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

বিভূতিভূষণ আদ্যন্ত একজন প্রকৃতি প্রেমিক। তার প্রত্যেকটি রচনায় প্রকৃতি তার সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে উপস্থিত থাকে। 'পথের পাঁচালী'তে যেমন নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতি অনাবিল প্রাচুর্যতায় আমাদের সামনে ধরা দেয়, আর অরণ্য প্রকৃতিকে ধ্বংস করার জন্য বারবার নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে 'পুঁইমাচা' গল্পে, পুঁইলতার বেড়ে ওঠার সাথে দিয়ে গল্পের প্রধান চরিত্র ক্ষেন্তির বেড়ে ওঠাকে আশ্চর্য ভাবে মিলিয়েছেন বিভূতিভূষণ।

প্রকৃতি প্রেমিক যাঁরা হন তাঁদের অন্তরপ্রকৃতি অনেকটা শান্ত ও সমাহিত হয় একথা বলাই যায়। বিভূতিভূষণ সেই ধরনের মানুষ ছিলেন। তাঁর লেখায় প্রকৃতি ও আমাদের চোখে শান্ত ও স্থির। সেই প্রকৃতি একটু যেন নির্জন। 'মেঘমল্লার' গল্পে বর্ণিত বৌদ্ধ বিহার এর আশে পাশে প্রকৃতি ও বিজন। কিশোর অপু যে গল্পে, তখন প্রকৃতিও বিজন। কিশোর অপু যে গল্পে তখন প্রদ্যুম্ন প্রকৃতিকে ভালোবাসে এবং সে নিজে সুর সাধক। যদি শিল্পী মানুষ তিনি তো প্রকৃতি প্রেমিক হবেনই।

পূর্বে বলেছি বৌদ্ধ মঠের সংঘারামে তিনদিনে দশপারমিতার পুজো সুতরাং প্রকৃতি চিত্র অভাবে বর্ষা যে অনন্য সেটা ব্যক্ত হয়েছে অনাবিল কবিত্বময় লেখায়।

'মেঘমল্লার' যেহেতু বর্ষার রাগ এবং বর্ষার আবহাওয়া থেকে মাটিতে রাগ ঝরা তাই বিভূতিভূষণ এভাবে বর্ণনা করেছেন।

'মৌরীফুল' ছোট গল্পে প্রকৃতি চেতনা ঃ—

অন্ধকার তখনও ঠিক হয় নাই, মুখুজ্জে-বাড়ীর পিছনে বাঁশ বাগানে জোনাকীর দল সাঁজ জ্বালিবার উপক্রম করিতেছিল। তাল-পুকুরের পাড়ে গাছের মাথায় বাদুড়ের দল কালো হইয়া ঝুলিতেছে—মাঠের ধারে বাঁশবাগানের পিছনেরটা সূর্য্যাস্তের মেঘ-আলোর উজ্জ্বল। চারিদিকে বেশ পবিত্র পূর্ণ হইয়া একটা তুমুল কলরব আর চেঁ-চেঁ উঠিল।

উপসংহারে।

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি কিন্তু বেশ গরম পড়িয়া কিশোরী অনেক রাতে বাড়ি ফিরিয়াছে। বাড়িতে সে খাবার ঘরে ঘুমাইতেছে। সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া সুশীল ঘরের মেঝের বসিয়া একখানা চিঠি লিখিতেছে।

'বিজ্ঞের বদল' ছোটগল্পে প্রকৃতি চেতনা —

পাড়ায় চার আট ঘর ব্রাহ্মণের বাস মোটে। সকলের অবস্থাই খারাপ। পরস্পরকে ঠকিয়ে পরস্পরের কাছে ধার বেড়ি করে এখন দিন গুজরান করে। অবিশ্বাস কেউ কাউকে খুব ঠকাতে পারেনা। কারণ সবাই বেশ হুঁশিয়ার। সবাই বলেই এরা বেশি কুটুম্ব ও হিংসুক কেউ কারো ভালো দেখতে পারেনা বা কেউকে বিশ্বাস করেননা। আগেই বলেছি, সকলেই অবস্থা খারাপ এবং খানিকটা তার দরুন, খানিকটা অন্য কারণে সকলের চেহারা খারাপ। কিশোরী মেয়েদেরও তেমন লালিত্য নেই মুখে, ছোট ছেলেরা পাকা পাকা কথা বলে শুনে। কাব্যে বা উপন্যাসে যে কৈশোর কালের কতই প্রশস্তি পাঠ করা যায় মনে হয় তা সব এদের জন্য নয়। এরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে একেবারে প্রবীণত্বে পা দিয়েছে।

## 'জন্ম ও মৃত্যু' ছোট গল্পে প্রকৃতি চেতনা:—

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার গ্রামীন জীবনকে তিনি তুলে ধরেছেন তার অসাধারন লিখনীর মাধ্যমে। বাংলা গদ্য সাহিত্যে তার সাহিত্যকে বৃহত্তিত্ব যে গুলির উপর সেগুলির হল উপন্যাস এবং ছোট গল্প, ভ্রমন ডায়েরি এবং কৈশোর সাহিত্যে। তিনি দক্ষতার সাথে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের যে চিত্র এঁকেছে তাহা অসামান্য ও অসাধারন। গ্রামীন জীবনে একটি মানুষ, সোনা সার্থক, দুঃখ ও বিষন্ন চিত্র তাঁর লেখার হৃদয়ে গাঁথিত রয়েছে। তিনি গভীর দয়াশীলতা ভাষা দিয়ে এই গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানেই তাঁহার লিখনীয় সার্থকতা।

## উপসংহার

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট-গল্পে প্রাকৃতিক চেতনা" এই প্রকল্পে আমি লক্ষ্য করেছি এই গল্প গুলির মধ্যে এক দুটি গল্পে প্রকৃতি কে লক্ষ্য করেছি আর দুটি গল্পে প্রকৃতি আবির্ভাব দেখা যায় নি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ছোট গল্প গুলিতে নানা ধরনের পরিবেশ-প্রকৃতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

## সহায়ক গ্রন্থ

| লেখকের নাম | বইয়ের নাম | প্রকাশনা | প্রকাশ সাল | প্রকাশ স্থান |
|---|---|---|---|---|
| বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | অপরাজিত | প্রবাসী পত্রিকা | ১৯৩২ | কলকাতা |
| বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | পথের পাঁচালী | প্রবাসী পত্রিকা | ১৯২৯ | কলকাতা |
| বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ইছামতী | প্রবাসী পত্রিকা | ১৯৫০ | কলকাতা |
| বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | আরণ্যক | প্রবাসী পত্রিকা | ১৯৩৯ | কলকাতা |
| বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | দৃষ্টি-প্রদীপ | প্রবাসী পত্রিকা | ১৯৪০ | কলকাতা |